দৈনিক ইত্তেফাক

86

তারিখ ··· JAN. 1 5 2009 ··· ···
পৃষ্ঠা — কলাম ··· 2 ······

ছাত্র-ছাত্রীদের এবারও ভুলে ভরা
বোর্ডের বই পড়িতে হইবে

রেজানুর রহমান ॥ মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হইলেও এই নির্দেশ সম্পূর্ণ কার্যকর হয় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চলতি বছর ভুলে ভরা বোর্ডের বই পড়িতে হইবে। গত বছরের জুন মাসে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইহার প্রেক্ষিতে দরপত্র দাখিল, কার্যাদেশ প্রদান, কাগজ উত্তোলন, বাজারজাতকরণের অনুমতিসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইলেও বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুইটি পক্ষের কেহই এই ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে নাই। তবে দেরীতে হইলেও ৪৪টি প্রতিষ্ঠানের একটি (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পক্ষ তাহাদের জন্য নির্বাচিত ১৫টি বই সংশোধন পরিমার্জনসহ নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। অপরদিকে ১০১টি প্রতিষ্ঠানের অপর গ্রুপটি তাহাদের জন্য নির্ধারিত ৪৬টি বই সংশোধন পরিমার্জন করিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা দেখায় নাই। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বাধ্য হইয়া কিছু সংশোধন পরিমার্জন না করিয়াই বাজারে বই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। একটি সূত্রের মতে, বিগত কয়েক বছরের বিপুলসংখ্যক ভুলে ভরা পুরান বই মওজুদ থাকায় বিশেষ মহলের চাপে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হইয়াছে। গত বছর ২৯শে জুন বোর্ডের বইয়ের দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল। ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে বই বাজারজাত করার সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নির্ধারিত ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১৫টি সম্পূর্ণ নূতন আকারে, ৯টি ব্যাপক সংশোধন, ৩৬টি সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া বাজারজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৫টি নূতন বই যথাক্রমে ৯ম শ্রেণীর ইতিহাস। জীববিজ্ঞান, হিন্দুধর্ম, উচ্চতর গণিত, ব্যবসা উদ্যোগ, ব্যবসা পরিচিতি, ইংরেজী, বাংলাসহ পাঠ, বীজগণিত, ইসলামিয়াত, বাণিজ্যিক ভূগোল, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ব্যাকরণ এবং উচ্চতর গণিত প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলা বাজারের ৪৪টি প্রতিষ্ঠান। অপর ৪৫টি বইয়ের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আরামবাগের ১০১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, বাংলাবাজারের গ্রুপটি তাহাদের প্রকাশনা কার্যক্রম মোটামুটি সম্পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু আরামবাগ গ্রুপ অধিকাংশ বই নূতন করিয়া প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইতিপূর্বেকার মওজুদকৃত পুরান বই বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। নূতন বই প্রকাশের জন্য ২৭০০ মেট্রিক টন খুলনা নিউজ প্রিন্ট (বিশেষ সবুজ কাগজ) বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বাংলাবাজার গ্রুপের জন্য কাগজ বরাদ্দ ছিল ৮৫০ মেট্রিক টন। এই গ্রুপটি শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ উত্তোলন করিয়াছে। অপরদিকে, আরামবাগ গ্রুপের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৫০ মেট্রিক টন কাগজের মধ্যে মাত্র ২৫ ভাগ কাগজ উত্তোলন করা হইয়াছে।

একটি সূত্র জানায় সময়ের চাহিদার কারণে বোর্ডের বইয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর অংক বইয়ের ১৩৮ হইতে ১৬৩ পৃষ্ঠা, সামাজিকবিজ্ঞান বইয়ের ৮০ হইতে ১১১ পৃষ্ঠা, সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৭ পৃষ্ঠা, অষ্টম শ্রেণীর ৭২ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠা, অংক বইয়ের ১৮৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপক সংশোধনের পর নূতন করিয়া প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও ইহা কার্যকর হয় নাই।

একটি সূত্র জানায়, বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাবাজার এবং আরামবাগ গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া রেষারেষি চলিতেছে। নিয়ম রহিয়াছে এক বছরের বই অন্য বছরে বিক্রয় করা যাইবে না। অথচ ৯৭, ৯৮ সালে প্রকাশিত বোর্ডের বিভিন্ন বই এখনও বাজারে রহিয়াছে। এনসিটিবি স্বয়ং মাধ্যমিক স্তরের বই সংশোধন ও পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত নিয়াছিল। আবার এনসিটিবিই এখন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ দেখাইতেছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিটিবির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বোর্ডের বই সংশোধনের জন্য ৪টি পক্ষ যথাক্রমে শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের যৌথ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়।